4

আয়ের বৃত্তস্রোত
(The Circular Flow of Income)

★ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ★

সমষ্টিগত অর্থনীতির আলোচনায় আয়ের বৃত্তস্রোত একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। অর্থনীতিতে ধরা যাক দুটি সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী ইউনিট রয়েছে : পরিবার এবং ফার্ম। অর্থ ফার্মের কাছ থেকে পরিবারের কাছে যাচ্ছে। আবার পরিবারের কাছ থেকে ফার্মের কাছেও যাচ্ছে। পরিবার ও ফার্মের মধ্যে অর্থের এই আবর্তনকেই আয়ের বৃত্তস্রোত বলা হয়। যখন এই বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি একই থাকে তখন আয়স্তরে ভারসাম্য আসে। এই অধ্যায়ে আমরা আয়ের বৃত্তস্রোতের এই ধারণাটি নিয়েই আলোচনা করব। বৃত্তস্রোতের প্রবাহে কীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং কীভাবে এই প্রবাহ থেকে ছিদ্রপথে নিষ্কাশন হ'তে পারে তা আমরা দেখব। এই অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমেই আমরা দেখাব কখন বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি একই থাকে বা কখন বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি পরিবর্তিত হয়।

4.1. আয়ের বৃত্তস্রোতের একটি সরলীকৃত মডেল
(A Simplified Model of the Circular Flow of Income)

আমরা জানি যে কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে একটি বৃত্তাকার স্রোত লক্ষ করা যায়। এই বৃত্তাকার স্রোতকে আয়ের বৃত্তস্রোত বলা হয়। আয়ের বৃত্তস্রোতের ধারণাটি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কতকগুলি অনুমান ধরে নিচ্ছি।

প্রথমত, আমরা ধরছি যে সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সিদ্ধান্ত দুটি শ্রেণি গ্রহণ করছে ঃ একটি পরিবার (Household) এবং অপরটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (Firm)।

দ্বিতীয়ত, আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সমস্ত উৎপাদন কেবলমাত্র ফার্মেই হচ্ছে। পরিবারের মধ্যে কোন উৎপাদনের কাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, আমরা ধরছি যে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদান ফার্মগুলিকে যোগান দেয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যরা ফার্মের কাছ থেকে অর্থ পায়। এটাই পরিবারের সদস্যদের আয়।

চতুর্থত, আমরা ধরছি যে পরিবারের সদস্যরা ফার্মে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কেনার জন্য এই আয় খরচ করে। দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে ফার্ম যে অর্থ পায় তাই ফার্মের আয়।

অর্থ কীভাবে ফার্মের কাছ থেকে পরিবারের কাছে এবং আবার পরিবারের কাছ থেকে ফার্মের কাছে যায় সেটাই আয়ের বৃত্তস্রোতের ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। ফার্ম দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করে। এই সমস্ত উপাদান সরবরাহ করে পরিবারের সদস্যরা। তার বিনিময়ে পরিবারের সদস্যরা ফার্মের কাছ থেকে আয় পেয়ে থাকে। এটি ফার্মের ব্যয় এবং পরিবারের আয়। এইভাবে উৎপাদনের উপকরণগুলি কেনার জন্য ফার্মের কাছ থেকে পরিবারের কাছে একটি অর্থের প্রবাহ ঘটছে। আবার পরিবারের সদস্যরা যখন এই আয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয় করে তখন সেই অর্থ আবার ফার্মের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। পরিবারের সদস্যদের ব্যয় হল ফার্মের আয়। উৎপাদনের উপাদান কেনার জন্য ফার্মের যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে ফার্ম সেই অর্থ পুনরায় ফিরে পেল। এইভাবে

পরিবার থেকে ফার্মে এবং ফার্ম থেকে পরিবারে নিরন্তর আয় প্রবাহ ঘটছে। একেই আয়ের বৃত্তস্রোত বলা হয়।

আয়ের বৃত্তস্রোতে ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ধরা যাক আমরা **তিনটি অনুমান** গ্রহণ করছি। (i) পরিবারের সদস্যরা যে আয় পাচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ যোগান দিয়ে, সেই আয়ের সমস্তটাই তারা ফার্ম সামগ্রী কিনতে ব্যয় করছে। (ii) কোন একটি বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে ফার্ম পরের ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করছে। (iii) উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে ফার্মের যে আয় সেই আয়ের সমস্তটাই ফার্ম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খাজনা, মজুরি, সুদ এবং মুনাফার আকারে বন্টন দিচ্ছে। এই তিনটি অনুমান করা হলে আয়ের বৃত্তস্রোত সমস্ত বছরেই একই থাকবে বলে দেখা যায়।

ধরা যাক্ কোন এক বছর ফার্ম 1000 টাকার দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করেছে। এই 1000 টাকার দ্রব্য সামগ্রী ধরা যাক ফার্ম ঐ বছরই বিক্রি করতে সক্ষম হ'ল। তাহলে আমাদের অনুমান অনুযায়ী পরের বছরও ফার্ম 1000 টাকার দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করবে। আবার আমাদের অনুমান অনুযায়ী ফার্ম 1000 টাকার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে যে অর্থ পেল সেই অর্থের সমস্তটাই উৎপাদনের উপকরণ কেনার জন্য ব্যয় করবে। অর্থাৎ ঐ 1000 টাকার সমস্তটাই খাজনা, মজুরি, সুদ এবং মুনাফা আকারে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আমরা আরও ধরেছি যে পরিবারের সদস্যরা কিছুই সঞ্চয় করে না। তারা তাদের আয়ের সমস্তটাই দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয় করে। সুতরাং পরবর্তী বছরে পরিবারের সদস্যরা ফার্ম থেকে দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ঐ 1000 টাকাই ব্যয় করবে। সুতরাং পরবর্তী বছরে ফার্ম যখন 1000 টাকার দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করবে, সেই 1000 টাকার দ্রব্য সামগ্রী ফার্ম বিক্রি করতে সক্ষম হবে। তার ফলে তার পরের বছরও ফার্ম 1000 টাকার দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা উপরের তিনটি অনুমান ধরে নিই, তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোত প্রতি বছরই 1000 টাকায় স্থির থাকবে। এই আয় প্রবাহটি বাড়বেও না, বা কমবেও না। এরূপ ক্ষেত্রে আয় প্রবাহে একটি নিরপেক্ষ **ভারসাম্য অবস্থা** (Neutral equilibrium position) আছে বলে ধরা হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ধরে নিচ্ছি যে পরিবারের সদস্যরা যে আয় করছে সেই সমস্ত আয়টাই উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয় করেছে এবং ফার্ম দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে যে আয় করছে তার সমস্তটাই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্টন করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আয়ের বৃত্তস্রোতর প্রবাহটি একই থাকছে। এই শ্রেণির হাতে যে অর্থটি পৌঁছাচ্ছে সেই অর্থের সমস্তটাই অন্য শ্রেণির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দ্রব্য সামগ্রী কেনার জন্য অথবা উৎপাদনের উপকরণ কেনার জন্য। এই অর্থ প্রবাহের সঙ্গে কোন কিছু যোগ হচ্ছে না বা অর্থ প্রবাহ থেকে কোন কিছু বিয়োগও হচ্ছে না। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা বলে থাকি যে এক্ষেত্রে আয়ের বৃত্তস্রোতে থেকে কিছু নিষ্কাশন ঘটছে না ; আবার আয়ের বৃত্তস্রোতে কিছু অনুপ্রবেশও ঘটছে না।তার ফলে বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি একই রয়ে যাচ্ছে।

বাস্তবে অবশ্য এরূপ ঘটে না। বাস্তবে দেখা যায় যে একশ্রেণির হাতে যে অর্থ আসে সেই অর্থের সমস্তটাই অন্য শ্রেণির হাতে পৌঁছায় না। অর্থাৎ আয়ের বৃত্তস্রোতের সাথে কিছু অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে অথবা আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে কিছু নিষ্কাশনও হতে পারে। ফলে বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি পরিবর্তিত হতে পারে। অনুপ্রবেশ বা নিষ্কাশন ঘটলে কীভাবে বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি পরিবর্তিত হতে পারে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তার আগে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন কাকে বলে সেটি জানা দরকার।

4.4 আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ
(Injection into the Circular Flow of Income)

আয়ের বৃত্তস্রোতে আমরা দেখেছি যে পরিবারের সদস্যরা ফার্মের কাছ থেকে অর্থ পায়। এইভাবেই পরিবারের সদস্যদের আয় হয়। আবার ফার্মগুলি অর্থ পায় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। পরিবারের সদস্যরা দ্রব্য সামগ্রী কেনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে সেই অর্থই ফার্মগুলি আয় আকারে গ্রহণ করে। এক

যদি আয়ের বৃত্তস্রোতে পরিবারের সদস্যরা কোন অর্থ পায় যে অর্থ ফার্মের কাছ থেকে আসছে না সেই অর্থকে আমরা অনুপ্রবেশ বলতে পারি। অনুরূপভাবে ফার্মগুলি যদি কোন অর্থ গ্রহণ করে যে অর্থ পরিবারের কাছ থেকে আসছে না তাহলে সেটিকেও আমরা অনুপ্রবেশ বলতে পারি। অন্যভাবে বলতে গেলে পরিবারের সদস্যরা উৎপাদনের উপাদানগুলি বিক্রি করা ছাড়াও অন্য কোন ভাবে যদি আয় পেয়ে থাকে তাহলে সেটি হবে আয়ের বৃত্তস্রোতে একটি অনুপ্রবেশ। অনুরূপভাবে যদি ফার্মগুলি পরিবারের সদস্যদের ব্যয় ছাড়াও অন্য কোন সূত্র থেকে আয় পেয়ে থাকে তাহলে তাকেও আয়ের অনুপ্রবেশ বলা হয়ে থাকে।

আয়ের বৃত্তস্রোতের মধ্যে এই অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে তিনটি উপায়ে।

প্রথমত, যদি আমরা ধরে নিই যে ফার্মগুলি যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করছে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশ বিদেশে রপ্তানি করছে, তাহলে ঐ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে ফার্মগুলি যে আয় করবে সেই আয় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না। সুতরাং এটি একটি আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে ধরা যেতে পারে। ফার্মগুলি যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করছে সেই রপ্তানির অর্থমূল্যকে বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ধরা যাক ফার্মগুলি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে ফার্ম যে অর্থ পাচ্ছে সেই অর্থ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না। সুতরাং ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ফার্ম যে অর্থ পাচ্ছে সেই অর্থকেও আমরা আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। আবার ধরা যাক ফার্মগুলি মূলধনি দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করছে। এই সমস্ত মূলধনি দ্রব্য সামগ্রী কিনবে কোন না কোন ফার্ম। মূলধনি দ্রব্যগুলি উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হয়। সুতরাং ফার্মই এইগুলি কিনবে কারণ আমরা ধরেছি যে সমস্ত উৎপাদনের কাজ ফার্মেই সংগঠিত হচ্ছে। মূলধনি দ্রব্য সামগ্রী কিনতে যে ব্যয় হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যয় বলা যেতে পারে। মূলধনি দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করার ফলে ফার্মগুলি যে অর্থ পাচ্ছে সেই অর্থ কিন্তু পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না। সেই অর্থ আসছে অন্য ফার্মের কাছ থেকে। সুতরাং অর্থনীতির মোট বিনিয়োগ ব্যয় বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশের আর একটি উদাহরণ।

তৃতীয়ত, যদি আমরা ধরে নিই যে সরকার নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত তাহলে সরকারের ব্যয়ের মাধ্যমেও আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। সরকার ফার্মের কাছ থেকে দ্রব্য সামগ্রী কিনতে পারে। এক্ষেত্রে ফার্ম যে অর্থ পাবে সেটি ফার্মের আয় ; কিন্তু এটি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না। সুতরাং আয়ের বৃত্তস্রোতে এটি একটি অনুপ্রবেশ। আবার সরকার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সেবা কার্যাদি কিনতে পারে। এর ফলে পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছ থেকে আয় পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সরকারি কর্মচারীরা পরিবারের সদস্য। তারা সরকারের কাছে সেবাকার্য বিক্রি করে এবং তার ফলে সরকারের কাছ থেকে অর্থ পায়। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা যে আয় পাচ্ছে সেটি ফার্মের কাছ থেকে আসছে না। এটিকেও আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে ধরা যেতে পারে। অনেক সময়ে সরকার পরিবারের সদস্যদের নানাবিধ হস্তান্তর পাওনা দিয়ে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পেনসন, বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিদের বার্ধক্য ভাতা, দরিদ্রদের খয়রাতি সাহায্য, বেকারভাতা প্রভৃতি দিতে সরকারের যে ব্যয় হয় সেগুলিই হস্তান্তর ব্যয় নামে পরিচিত। এই ধরনের ব্যয়ের ফলে পরিবারের সদস্যরা আয় পাচ্ছে কিন্তু এই আয় ফার্মের কাছ থেকে আসছে না। সুতরাং সরকারের এই ধরনের ব্যয়কেও আমরা আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। সরকার অনেক সময়ে ফার্মকেও সাহায্য করে থাকে। দুর্বল বা রুগ্ন প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিয়ে সরকার অনেক সময় অর্থ সাহায্য করে থাকে। এক্ষেত্রে ফার্ম যে অর্থ গ্রহণ করছে তা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না। সুতরাং এটিও আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে ধরা যেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে **যদি দেশে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থাকে তাহলে সরকারের যে মোট ব্যয় হয় সেই ব্যয়কে আমরা আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।**

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে তিন রকম উপায়ে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

প্রথমত, রপ্তানির মাধ্যমে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। ফার্ম দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে যে আয় করে সেটি ফার্মের আয়ে অনুপ্রবেশ। অনুরূপভাবে পরিবারের সদস্যরা সেবাকার্যাদি রপ্তানি করে যে আয় করে সেটি পরিবারের সদস্যদের আয়ে অনুপ্রবেশ।

দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। বিনিয়োগ ব্যয় করার জন্য যে অর্থ ফার্মগুলি পায় সেই অর্থ ফার্মের আয় কিন্তু তা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না। এটি ফার্মের আয়ে অনুপ্রবেশ। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ফার্ম এই ধরনের বিনিয়োগ ব্যয় করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ফার্ম যেমন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে পরিবারের সদস্যরাও সেরূপ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। পরিবারের সদস্যরা এই ঋণলব্ধ অর্থ ভোগ ব্যয়ে ব্যয় করতে পারে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে পরিবারের সদস্যরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ভোগ্যদ্রব্য কিনছে না। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ফার্মগুলিই ঋণ গ্রহণ করছে এবং বিনিয়োগ ব্যয় হবে অনুপ্রবেশের একটি অংশ।

তৃতীয়ত, সরকারের **ব্যয়ও অনুপ্রবেশের একটি অংশ।** সরকার দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবাকার্য কিনতে যে অর্থ ব্যয় করে এবং হস্তান্তর পাওনা বাবদ যে ব্যয় করে সেটি ফার্মের আয়ে অথবা পরিবারের আয়ে অনুপ্রবেশ হিসাবে দেখা দেয়।

আয়ের বৃত্তস্রোতে কোন্ দিকে কী কী রকম উপায়ে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে তা নীচের রেখাচিত্রের (চিত্র 4.1) মাধ্যমে দেখানো হল। এই রেখাচিত্রে পরিবারের আয়ে কী কী রকম উপায়ে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে

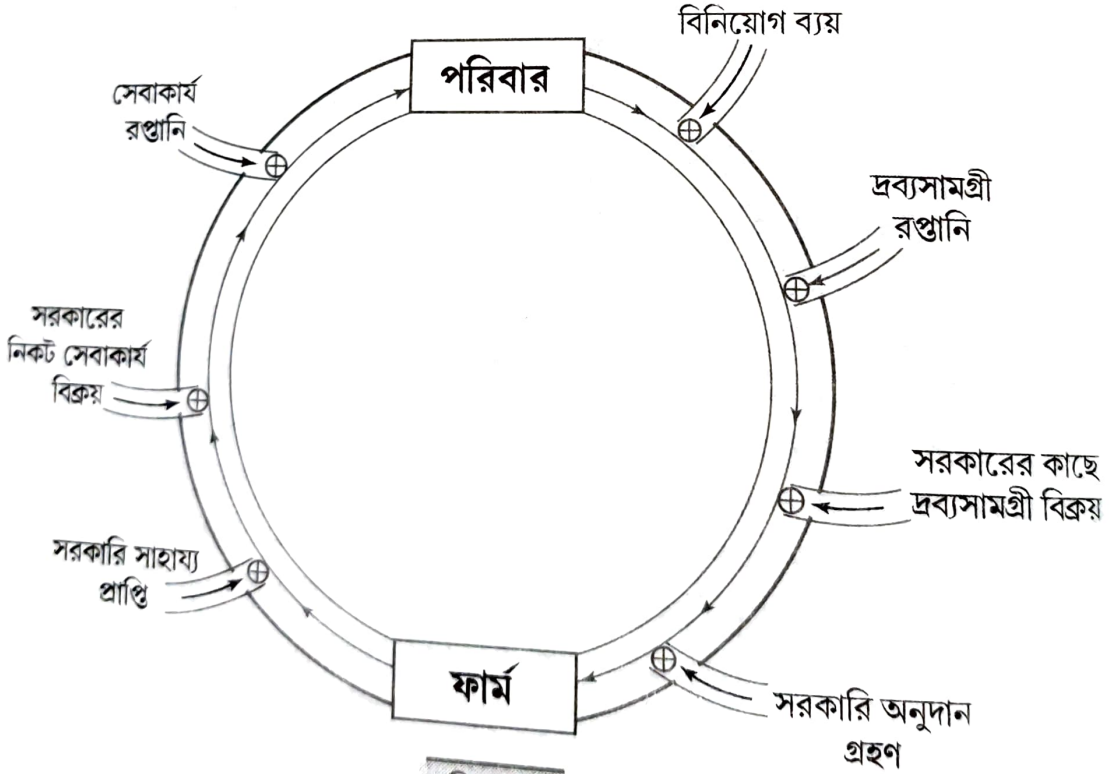

চিত্র 4.1

সেটি বাঁদিকে দেখানো হল এবং ফার্মের আয়ে কী কী রকম উপায়ে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে সেটি ডানদিকে দেখানো হল। পরিবারের সদস্যরা বিদেশে সেবাকার্য রপ্তানি করে যে আয় করে সেটি একটি অনুপ্রবেশ। আবার পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছে সেবা কার্য বিক্রি করে যে আয় করেও সেটিও একটি অনুপ্রবেশ। সবশেষে পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছ থেকে যে হস্তান্তর আয় গ্রহণ করে সেটিও পরিবারের আয়ে একটি অনুপ্রবেশ। ফার্মের আয়ে অনুপ্রবেশের মধ্যে চারটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল ফার্ম কর্তৃক

বিনিয়োগ ব্যয়, ফার্ম কর্তৃক দ্রব্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি, ফার্ম কর্তৃক দ্রব্য সামগ্রী সরকারের কাছে বিক্রি এবং সরকারের কাছ থেকে ফার্মের অনুদান বা ভর্তুকি প্রাপ্তি। ফার্মের কাছ থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ফার্মের কাছে যে আয়ের প্রবাহ ঘটে থাকে সেই আয় প্রবাহটি অনুপ্রবেশের ফলে বৃদ্ধি পাবে। যে কোন ধরনের অনুপ্রবেশের ফলেই আয়ের বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি বৃদ্ধি পায়। অনুপ্রবেশের ফলে আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পায় বলে অনুপ্রবেশের উৎসগুলির মুখে যোগ চিহ্ন (+) বসানো হয়েছে। যদি মোট অনুপ্রবেশকে J দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যদি মোট বিনিয়োগ ব্যয় I,রপ্তানির মোট মূল্য X এবং সরকারের মোট ব্যয় G হয় তাহলে $J = I + X + G$ এই সমীকরণটির মাধ্যমে মোট অনুপ্রবেশকে আমরা প্রকাশ করতে পারি।

4.3. আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন (Withdrawal from the Circular Flow of Income)

অনুপ্রবেশের ফলে যেমন আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পায় নিষ্কাশনের ফলে সেরূপ আয় প্রবাহ হ্রাস পায়। **পরিবারের সদস্যরা ফার্মের কাছ থেকে যে আয় পায় সেই আয়ের যে অংশটি ফার্মের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না সেটিকে পরিবারের আয় থেকে নিষ্কাশন বলা হয়। অনুরূপভাবে ফার্ম দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে যে অর্থ পায় সেই অর্থের যে অংশটি পরিবারের সদস্যদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না সেই** অংশটিকেও **ফার্মের আয় থেকে নিষ্কাশন বলতে পারি।** নিষ্কাশনকে আয়ের বৃত্তস্রোতের ছিদ্রপথ (Leakages) বলা যেতে পারে কারণ নিষ্কাশনের মাধ্যমে আয় বৃত্তস্রোতের বাইরে বেরিয়ে যায়। **তিনটি প্রধান উপায়ে আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন হতে পারে। এই তিনটি হল যথাক্রমে সঞ্চয়, কর প্রদান এবং আমদানির জন্য ব্যয়।** পরিবারের সদস্যরা উৎপাদনের উপকরণ যোগান দেওয়ার জন্য যে আয় করে থাকে সেই আয়ের একটি অংশ তারা সঞ্চয় করে। আয়ের যে অংশটি পরিবারের সদস্যরা দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয় করছে না সেই অংশটিকেই সঞ্চয় বলা হয়। আয়ের যে অংশটি দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয়িত হচ্ছে না সেই অংশটি পরিবারের সঞ্চয়। এই সঞ্চয় আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে একটি নিষ্কাশন। অনুরূপভাবে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে ফার্ম যে আয় করে সেই আয়ের একটি অংশ ফার্ম সঞ্চয় করতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে ফার্ম মুনাফার একটি অংশ অবন্টিত আকারে রেখে দেয় এবং সেটিকে পুনরায় উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। এই অবন্টিত মুনাফাকে ফার্মের সঞ্চয় বলা যেতে পারে। এটিও আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে একটি নিষ্কাশন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে পরিবারের সদস্যরা যে অর্থ সঞ্চয় করে বা ফার্মগুলি যে অর্থ সঞ্চয় করে তার সমস্তটাই আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন।

পরিবারের সদস্যরা যে সঞ্চয় করে সেই সঞ্চয় তারা ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা রাখে। এই সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফার্ম ঋণ গ্রহণ করে এবং তখন এই অর্থ আবার ফার্মের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সঞ্চয়কে আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশনই বলব। সঞ্চয় করা অর্থ পরবর্তীকালে আয়ের বৃত্তস্রোতে ফিরে আসুক বা না আসুক সমস্ত প্রকার সঞ্চয়কেই আমরা আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন হিসেবে ধরব।

করের মাধ্যমেও আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন ঘটতে পারে। সরকার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কর আকারে একটি অর্থ গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পরিবারের সদস্যদের আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা যেতে পারে। পরিবারের সদস্যরা আয়ের যে অংশটি আয়কর হিসাবে সরকারকে দিচ্ছে সেই অংশটি ফার্মের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। সুতরাং পরিবারের সদস্যরা যে কর প্রদান করছে সেটি আয়ের বৃত্ত স্রোত থেকে একটি নিষ্কাশন হিসাবে ধরা যেতে পারে। অনুরূপভাবে ফার্মের মুনাফার উপর যদি সরকার একটি কর আরোপ করে তাহলে মুনাফার যে অংশটি কর আকারে দেওয়া হচ্ছে সেই অংশটি পরিবারের সদস্যদের কাছে বন্টিত হচ্ছে না। এটিও আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন হিসেবে ধরা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও যে পরোক্ষ করগুলি সরকার আদায় করে সেগুলির দ্বারাও আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে

নিষ্কাশন ঘটে থাকে। পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সদস্যরা বেশি
জিনিসপত্র কেনার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করল। কিন্তু এই বেশি অর্থ ফার্মের কাছে না এসে এর একটি
সরকারের কাছে পরোক্ষ কর আকারে জমা পড়ল। সুতরাং এক্ষেত্রে যে পরোক্ষ করটি দ্রব্যের
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেটি পরিবারের ব্যয় হলেও ফার্মের আয়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। ঐটিকেও আয়ের
থেকে নিষ্কাশন বলা যেতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে সরকার দেশের পরিবার এবং ফার্মের
থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর হিসাবে যে অর্থ আদায় করে সেই অর্থের সমস্তটাই আয়ের বৃত্তস্রোত
নিষ্কাশন হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিদেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী বা সেবাকার্যাদি আমদানি করার ফলেও আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন
ঘটতে পারে। কোন দেশের পরিবারের সদস্যরা, ফার্মগুলি অথবা সরকার বিদেশ থেকে দ্রব্য অথবা সেবাকার্য
আমদানি করতে পারে। পরিবারের সদস্যরা যদি বিদেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে তাহলে তাদের
আয়ের একটি অংশ এই আমদানি করা দ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হবে। আমদানি করা দ্রব্য সামগ্রীর জন্য
যে ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যয় ফার্মগুলির হাতে পৌঁছাচ্ছে না। সুতরাং এটি একটি নিষ্কাশন। অনুরূপভাবে ফার্ম
উৎপাদনের কাজে বিদেশীদের নিয়োগ করে বা বিদেশী উপকরণ ব্যবহার করে, তাহলে এই বাবদ ফার্মের
যে ব্যয় হবে সেই ব্যয়টি পরিবারের সদস্যদের কাছে আয় আকারে পৌঁছাবে না। এটিকেও আমরা আয়ের
বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন বলতে পারি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সকল প্রকার আমদানির জন্য
আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন ঘটে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে তিন রকম উপায়ে বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন ঘটতে পারে। সেই
তিনটি উপায় হল যথাক্রমে সঞ্চয়, সরকারকে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর এবং আমদানিকৃত দ্রব্য এবং
সেবাকার্যের মূল্য। মোট নিষ্কাশনকে যদি আমরা W দ্বারা চিহ্নিত করি, মোট সঞ্চয়কে যদি S দ্বারা, কর
প্রদানকে যদি T দ্বারা এবং আমদানির মূল্যকে যদি M দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তাহলে $W = S + T + M$ এই
সমীকরণটির মাধ্যমে আমরা অর্থনীতির মোট নিষ্কাশনের পরিমাণ জানতে পারি।

পরিবারের আয় থেকে এবং ফার্মের আয় থেকে কীভাবে নিষ্কাশন ঘটতে পারে সেটি আমরা নীচের
রেখাচিত্রের (চিত্র 4.2) মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করতে পারি। এই রেখাচিত্রের ডানদিকে আমরা পরিবারের আয়

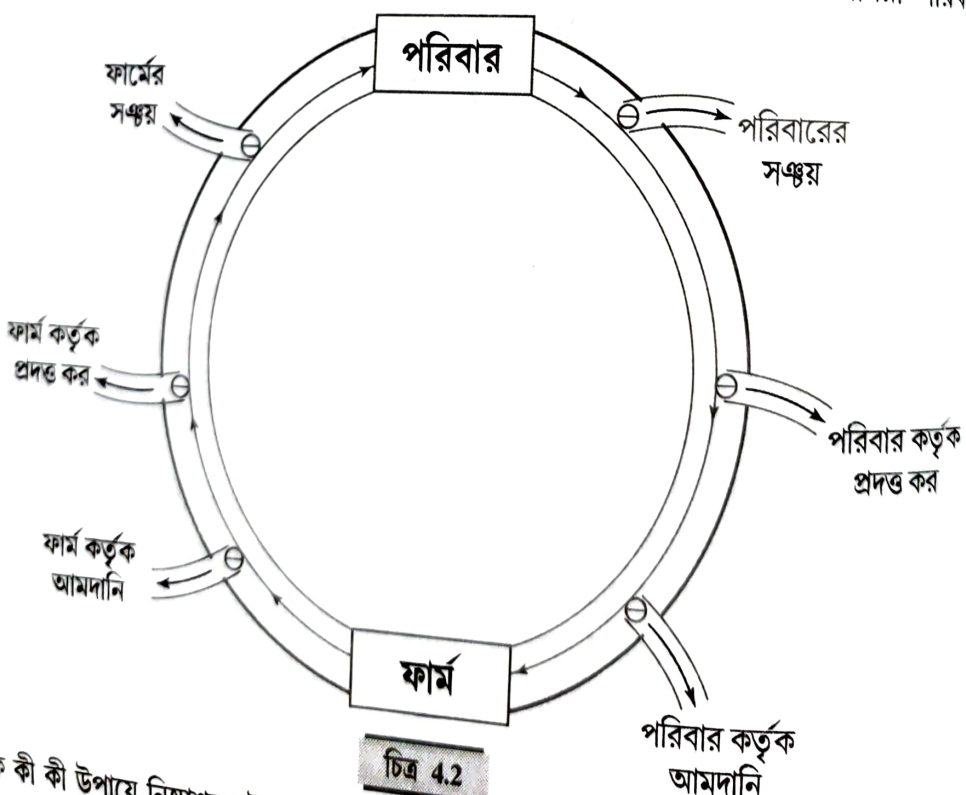

চিত্র 4.2

থেকে কী কী উপায়ে নিষ্কাশন ঘটছে সেটি দেখিয়েছি। অন্যদিকে এই রেখাচিত্রের বামদিকের অংশে ফার্মের
আয় থেকে কী কী উপায়ে নিষ্কাশন ঘটতে পারে সেটি আমরা দেখিয়েছি। নিষ্কাশনের ফলে আয় বৃত্তস্রোত

থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার ফলে আয়ের প্রবাহ কমে যায় বলে নানা ধরনের নিষ্কাশনের উৎসের দিকে আমরা বিয়োগ চিহ্ন (–) দিয়েছি।

অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের মধ্যে পার্থক্য ঃ

উপরে আমরা অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন কাকে বলে সেটি ব্যাখ্যা করেছি। উপরের আলোচনা থেকে আমরা অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশনের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পেতে পারি। যখন বৃত্তস্রোতের বাইরের কোন উৎস থেকে আয় এসে বৃত্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাকে অনুপ্রবেশ বলা হয়। অন্যদিকে যখন বৃত্তস্রোত থেকে কোন ছিদ্রপথে আয় বেরিয়ে যায় তখন তাকে নিষ্কাশন বলা হয়। অনুপ্রবেশের গতি আয়ের স্রোতের অন্তর্মুখে কিন্তু নিষ্কাশনের গতি আয়ের স্রোতের বহির্মুখে হয়। অনুপ্রবেশ এবং এবং নিষ্কাশন চিত্রে তীর চিহ্নের মাধ্যমে এই প্রবাহগুলি বোঝানো হয়েছে। অনুপ্রবেশের ফলে আয়প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের বাইরে থেকে এসে আয় প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেজন্য অনুপ্রবেশের সময়ে তীর চিহ্নগুলি আয়ের বৃত্তস্রোতের দিকে মুখ করে আঁকা হয়েছে। অন্যদিকে নিষ্কাশনের ফলে বৃত্তস্রোত থেকে আয় বের হয়ে যায়। সেজন্য নিষ্কাশনের সময় তীর চিহ্নগুলি বৃত্তস্রোত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এইভাবে আঁকা হয়েছে।

লক্ষ করার বিষয় যে অনুপ্রবেশের ফলে আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু নিষ্কাশনের ফলে আয় প্রবাহ হ্রাস পায়। তাছাড়া আয়ের বৃত্তস্রোতে কতটা অনুপ্রবেশ ঘটবে সেটি বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তার কারণ আয়ের বৃত্তস্রোতে যে অংশটি অনুপ্রবেশ করছে সেই অংশটি বাইরে থেকেই আসছে। সুতরাং অনুপ্রবেশের পরিমাণ আয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়। অনুপ্রবেশ স্বয়ম্ভূত বা বাইরের ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত। অন্যদিকে আয় স্রোত থেকে কতটা নিষ্কাশন ঘটবে সেটি আয়ের স্তরের উপরেই নির্ভর করে পরিবারের সদস্যরা যে আয় করে সেই আয়ের একটি অংশই সঞ্চয় বা কর বা আমদানির মাধ্যমে আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে বেরিয়ে যায়। স্বভাবতই এই নিষ্কাশন কতটা ঘটবে সেটি পরিবারের সদস্যদের আয়ের উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে ফার্মের আয় থেকে কতটা নিষ্কাশন ঘটবে সেটিও ফার্মের আয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে অনুপ্রবেশের পরিমাণ আয়ের উপর নির্ভর করে না ; এটি আয় নিরপেক্ষ। কিন্তু নিষ্কাশনের পরিমাণ আয়ের উপর নির্ভর করে। এটি আয়ের উপর নির্ভরশীল। রেখাচিত্রে প্রকাশ করতে গেলে অনুপ্রবেশকে একটি অনুভূমিক সরলরেখার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু নিষ্কাশনকে একটি ঊর্ধ্বমুখী রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ আমরা ধরতে পারি যে নিষ্কাশন আয়ের অপেক্ষক এবং আয়স্তর যত বাড়বে নিষ্কাশনের পরিমাণও তত বাড়বে।

4.4. অনুপ্রবেশ, নিষ্কাশন ও আয়ের বৃত্তস্রোতে ভারসাম্য (Injections, Withdrawals and Equilibrium in the Circular Flow of Income)

আমরা জানি যে দেশে পরিবার থেকে ফার্ম এবং ফার্ম থেকে পরিবারের মধ্যে যে অর্থ প্রবাহ ঘটে সেটাই আয়ের বৃত্তস্রোত। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদান ফার্মের কাছে যোগান দেয়। তার ফলে ফার্মের কাছ থেকে আয় পায়। পরিবারের সদস্যরা এই আয় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী কিনতে ব্যয় করে। এই দ্রব্য সামগ্রীগুলি ফার্ম উৎপাদন করে থাকে। এইভাবে পরিবারের সদস্যরা যখন অর্থ ব্যয় করে তখন সেই অর্থ ফার্মের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। এইভাবে আয়ের বৃত্তস্রোত চলতে থাকে। আমরা আরও জানি যে পরিবারের সদস্যরা যদি কোন অর্থ গ্রহণ করে যেটি ফার্মের কাছ থেকে আসছে না, বা ফার্মগুলি এমন কোন অর্থ গ্রহণ করে যা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসছে না, তাহলে তাকে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ বলা হয়। অনুপ্রবেশের ফলে আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তেমনি পরিবারের সদস্যরা যে অর্থ আয় করে তার সমস্তটা যদি ফার্মের কাছে গিয়ে না পৌঁছায় তাহলে যে অংশটা ফার্মের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না সেই অংশটিকে বলা হয় আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন। অনুরূপভাবে ফার্মগুলিও যে অর্থ আয় করছে তার যে অংশটুকু

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্টিত হচ্ছেনা সেই অংশটুকুকেও আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশন বলা হয়। নিষ্কাশনের ফলে আয়ের বৃত্তস্রোত হ্রাস পায়।

যদি আয়ের বৃত্তস্রোতের প্রবাহ একই থাকে তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোতে ভারসাম্য আছে বলা হয়। অন্যদিকে যদি বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি বাড়তে থাকে তাহলে দেশের আয়স্তর বাড়ছে এরূপ বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সময়ে আয় প্রবাহটি বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে অধোগতির সময়ে আয়ের বৃত্তস্রোতের প্রবাহটি হ্রাস পায়।

আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে যে নিষ্কাশন ঘটে সেই নিষ্কাশন যদি আয়ের বৃত্তস্রোতের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সমান হয় তাহলে আয় প্রবাহটি একই থাকে। তার কারণ বৃত্তস্রোত থেকে ছিদ্রপথে যে আয় বাইরে চলে যায় ঠিক সমপরিমাণ আয় বাইরে থেকে এসে বৃত্তস্রোতে প্রবেশ করে। **কাজেই, যখন অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন পরস্পর সমান হয় তখন আয় প্রবাহটি একই থাকে। সেই সময়ে আয়স্তরে ভারসাম্য রয়েছে বলা যেতে পারে। যদি অনুপ্রবেশ, নিষ্কাশন অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ যতটা আয় ছিদ্রপথে বের হয়ে যাচ্ছে তার থেকে বেশি আয় বাইরের সূত্র থেকে ভিতরে প্রবেশ করে, তাহলে প্রায় প্রবাহটি বাড়বে। অন্যদিকে যদি অনুপ্রবেশের তুলনায় নিষ্কাশন বেশি হয় তাহলে যেটুকু আয় বাইরের সূত্র থেকে এসে প্রবেশ করছে তার থেকে বেশি আয় ছিদ্রপথে বের হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আয়স্তর কমবে। সুতরাং আয়স্তরের বা আয়ের বৃত্তস্রোতের ভারসাম্যের শর্ত হল যে অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন পরস্পর সমান হতে হবে।**

আমরা জানি যে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে তিন রকম উপায়ে ঃ বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে, দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে এবং সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে। মোট বিনিয়োগকে যদি আমরা I দ্বারা চিহ্নিত করি, রপ্তানির অর্থমূল্যকে যদি X দ্বারা চিহ্নিত করি এবং সরকারি ব্যয়কে যদি G দ্বারা চিহ্নিত করি, তাহলে অনুপ্রবেশ (J) হবে $J = I + X + G$। আবার আমরা জানি যে নিষ্কাশনও তিনটি উৎস থেকে ঘটতে পারে : সঞ্চয়, সরকারকে দেওয়া কর এবং আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য। যদি মোট নিষ্কাশন W হয়, যদি সঞ্চয়কে S দ্বারা চিহ্নিত করি, যদি করের পরিমাণকে T দ্বারা চিহ্নিত করি এবং আমদানির মূল্যকে M দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে মোট নিষ্কাশন হবে $W = S + T + M$. এখন আয়স্তরে ভারসাম্যের জন্য $J = W$ হওয়া দরকার, অর্থাৎ $I + G + X = S + T + M$ হওয়া দরকার অর্থাৎ যদি সঞ্চয়, কর রাজস্ব এবং আমদানির যোগফল, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় এবং রপ্তানির যোগফলের সমান হয়, তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোতের অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন পরস্পর সমান হবে এবং আয়স্তরে ভারসাম্য আসবে। উপরের শর্তটি পালিত হবে যদি পৃথক পৃথকভাবে $S = I$, $T = G$ এবং $M = X$ হয়। অর্থাৎ যদি দেশে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ পরস্পর সমান হয়, যদি সরকারের আয় ব্যয় সমান হয় (অর্থাৎ যদি সরকারের বাজেটের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি না থাকে), এবং যদি দেশের আমদানি ও রপ্তানি সমান হয় (অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি না থাকে) তাহলে দেশের আয়স্তরে ভারসাম্য আসবে। তবে $S = I$, $T = G$ এবং $M = X$ না হলেও আয়ের বৃত্তস্রোতে ভারসাম্য আসতে পারে যদি $S + T + M = I + G + X$ হয় তাহলে।

উপরের ভারসাম্যের শর্তটিকে আমরা একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমরা আগেই দেখেছি যে আয়ের বৃত্তস্রোতে যেগুলি অনুপ্রবেশ ঘটে সেগুলি আয় নিরপেক্ষ। আয়স্তর পরিবর্তনের ফলে অনুপ্রবেশগুলি পরিবর্তিত হয় না ; অনুপ্রবেশ স্বয়ম্ভূত। কাজেই রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তর এবং উল্লম্ব অক্ষে অনুপ্রবেশ প্রকাশ করলে আমরা অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল সরলরেখা হিসাবে একটি অনুপ্রবেশ রেখা পেতে পারি। আমরা আরও জানি যে নিষ্কাশনের পরিমাণ আয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল। আয়ের কতটা সঞ্চয় করা হবে সেটি আয়ের উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে কতটা কর দেওয়া হবে সেটিও আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং কত টাকার দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করা হবে সেটিও আয়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং $S + T + M$ বা মোট নিষ্কাশন আয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক, আয়স্তর যত বাড়বে মোট নিষ্কাশনের পরিমাণও তত বাড়বে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে মোট নিষ্কাশন এবং

আয়ের স্তরের মধ্যে একটি সরলরৈখিক সম্পর্ক রয়েছে। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তর এবং উল্লম্ব অক্ষে নিষ্কাশন পরিমাপ করলে আমরা মোট নিষ্কাশনকে একটি সরলরেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। এই রেখাটি হবে একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা। নীচের রেখাচিত্রে (চিত্র 4.3) আমরা অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তরকে পরিমাপ করছি এবং উল্লম্ব অক্ষে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনকে পরিমাপ করছি। JJ এই রেখাটি মোট অনুপ্রবেশকে প্রকাশ করছে। অন্যদিকে WW এই রেখাটি মোট নিষ্কাশনকে প্রকাশ করছে। এই রেখা চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে P বিন্দুতে JJ এবং WW রেখা দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে। সুতরাং P বিন্দুতে $J = W$ অর্থাৎ অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন সমান হচ্ছে। P বিন্দুতে আয়স্তর Y_0। সুতরাং Y_0 হল ভারসাম্য আয়ের স্তর। এই আয়স্তর বজায় থাকলে আয় প্রবাহে অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন পরস্পর সমান হবে। ফলে আয়স্তরের প্রবাহটি একই থাকবে। P বিন্দুর ডানদিকে $W > J$ হচ্ছে। এর অর্থ যদি আয়স্তর Y_0 অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সেই আয়স্তরে অনুপ্রবেশের তুলনায় নিষ্কাশন বেশি হবে। তার ফলে আয়স্তর কমে আসবে। অন্যদিকে P বিন্দুর বাঁদিকে $W < J$ হচ্ছে অর্থাৎ নিষ্কাশনের তুলনায় অনুপ্রবেশ বেশি হচ্ছে। এর ফলে আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে যদি অনুপ্রবেশ রেখাটি একটি অনুভূমিক সরলরেখা হয় এবং নিষ্কাশন রেখাটি যদি অনুপ্রবেশ রেখাকে নীচের থেকে ছেদ করে, তাহলে তাদের ছেদ বিন্দুতে যে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয় সেই ভারসাম্যটি হবে স্থায়ী ভারসাম্য। উপরের ছবিতে Y_0 এই আয়স্তরটি স্থায়ী ভারসাম্য আয়স্তর। এর অর্থ এই যে আয়স্তর যদি Y_0 অপেক্ষা কম হয় তাহলে আয়স্তর ভারসাম্যের দিকে বাড়তে থাকবে। অন্যদিকে যদি আয়স্তরটি ভারসাম্য অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ও আয়স্তরটি ভারসাম্যের দিকে কমতে থাকবে। তীর চিহ্নের মাধ্যমে উপরের ছবিতে আয়স্তরের পরিবর্তনকে দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্নের মুখগুলি Y_0-র দিকেই রয়েছে। এর অর্থ আয়স্তর Y_0 অপেক্ষা বেশি বা কম হলে আয়স্তর আবার Y_0-র দিকেই যেতে থাকবে। এইজন্যই ভারসাম্যটি একটি স্থায়ী ভারসাম্য।

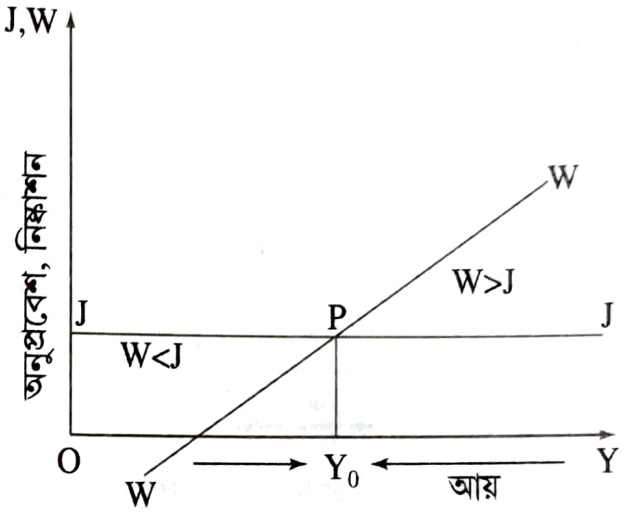

চিত্র 4.3

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য যদি আমরা ধরে নিই যে দেশের সঙ্গে বিদেশের কোন লেনদেন হচ্ছে না অর্থাৎ আমদানি রপ্তানির পরিমাণ শূন্য এবং যদি আমরা আরও ধরে নিই যে সরকারের কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নেই অর্থাৎ সরকার কোন কর বসাচ্ছে না বা সরকার কোন অর্থ ব্যয় করছে না, তাহলে $G = T = 0$ হয়। এরূপ অবস্থায় আয়ের বৃত্তস্রোতের ভারসাম্যের শর্তটিকে আমরা $S = I$ এইভাবে লিখতে পারি। এই ভারসাম্য শর্তটিকে আমরা আগে ভারসাম্য আয় নির্ধারণের সময় পেয়েছিলাম। যদি বিদেশের সঙ্গে কোন লেনদেন না হয় এবং যদি সরকারের কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ না থাকে তাহলে অর্থনীতির মোট সঞ্চয়ই একমাত্র নিষ্কাশন। অন্যদিকে মোট বিনিয়োগই একমাত্র অনুপ্রবেশ। সুতরাং যখন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ পরস্পর সমান হয় তখন নিষ্কাশন এবং অনুপ্রবেশ পরস্পর সমান হয় এবং আয়স্তরে ভারসাম্য আসে।